بسم الله الرحمن الرحيم

পররাষ্ট্র মন্ত্রী
FOREIGN MINISTER

GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
DHAKA

বাণী

১৫ আগস্ট ২০১৯

আজ শোকাবহ ১৫ আগস্ট, জাতীয় শোক দিবস। বাঙালি জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে কলঙ্কজনক একটি দিন। ১৯৭৫ সালের এই দিনে ঘাতকের বুলেটের নিষ্ঠুর আঘাতে নির্মমভাবে শাহাদাৎ বরণ করেন পরিবারের প্রায় সকল সদস্যসহ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কিন্তু পরম করুণাময়ের অশেষ কৃপায় দেশে না থাকায় প্রাণে বেঁচে যান বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তাঁর ছোট বোন শেখ রেহানা।

শোকাবহ এই দিনে, আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাই বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের প্রতি, যারা সে হত্যাকাণ্ডে শহিদ হয়েছিলেন।

একজন লেখক এবং তাঁর কর্ম যেমন একে অন্যের পরিপূরক, সূর্য যেমন দিনের পরিপূরক, 'বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ' ঠিক তেমনি একে অন্যের পরিপূরক। স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। আমাদের মহান স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন আজ আমাদের দ্বারপ্রান্তে যা আমাদের জাতীয় জীবনের একটি ঐতিহাসিক দুর্লভ মুহূর্ত।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দুরদর্শী, সাহসী ও ঐন্দ্রজালিক নেতৃত্বে বাঙালি জাতি পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে ছিনিয়ে এনেছিল স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য। বাঙালি পেয়েছে স্বাধীন রাষ্ট্র, নিজস্ব পতাকা ও জাতীয় সংগীত। বঙ্গবন্ধু একটি সুখী, সমৃদ্ধ, শোষণমুক্ত ও বৈষম্যহীন সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর হাত ধরেই এদেশে উন্নয়নের বীজ রোপিত হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধে প্রায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং অর্থনীতিতে পশ্চাৎপদ বাংলাদেশের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন বঙ্গবন্ধু। পাকিস্তানী বর্বর বাহিনী এ দেশের প্রায় ৩০ লাখ মানুষকে হত্যা করেছিল, ২ লক্ষ ৭০ হাজার শিশুকে মাতৃ-পিতৃহীন ও ৩ লক্ষ মহিলাকে সম্ভ্রমহীন করেছিল। আট হাজারেরও বেশী গ্রাম সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছিল। ছোট-বড় বহু সেতু ও কালভার্টসহ আমাদের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বিধ্বস্ত করেছিল। জাতির পিতা যখন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের কাজ সম্পন্ন করেন মাত্র সাড়ে তিন বছরে, ঠিক সেই সময় দেশ ও জাতির শত্রু কতিপয় কুচক্রী তাঁকে হত্যা করে দেশের অগ্রগতিকে রুদ্ধ করার ঘৃণ্য পদক্ষেপ নেয় ।

পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের পর থেকেই এই জঘন্য হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত স্বাধীনতাবিরোধী চক্র হত্যা, ক্যু ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু করে। ইনডেমনিটি অর্ডিনেন্স জারি করে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের পথ বন্ধ করে দেয়া হয়। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের পুরস্কৃত করা হয়, বিদেশস্থ দূতাবাসে চাকরি দেয়া হয়, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অংশীদার করা হয় এবং রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে করা হয় প্রতিষ্ঠিত।

গণতন্ত্র ও আইনের শাসন সমুন্নত রাখতে আওয়ামী লীগ সরকার জাতির পিতার হত্যার রায় কার্যকর করেছে। জাতীয় চার নেতা হত্যার বিচার সম্পন্ন হয়েছে। একাত্তরের যুদ্ধাপরাধী- মানবতাবিরোধীদের বিচারের রায় কার্যকর হচ্ছে। সব ধরনের সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'জিরো টলারেন্স' নীতি দেশের আপামর জনসাধারণের পাশাপাশি বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পেয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের মহান রূপকার বঙ্গবন্ধুর 'সোনার বাংলা' গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন তাঁরই সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা। বর্তমান সরকার বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের এবং রূপকল্প ২০৪১ এর মাধ্যমে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধশালী দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

بسم الله الرحمن الرحيم

পররাষ্ট্র মন্ত্রী
FOREIGN MINISTER

GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
DHAKA

এখন সমৃদ্ধ আগামীর পথযাত্রায় বাংলাদেশ। বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির হার আজ ৮.১৩ শতাংশেরও বেশী। গত ১০ বছরে জাতীয় বাজেট বেড়েছে প্রায় সাড়ে পাঁচ গুণ। বাংলাদেশ সারাবিশ্বে 'উন্নয়নের রোলমডেল' হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে এবং বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা হতে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে উত্তরণের প্রথম ধাপটি সফলভাবে পার করেছে। দেশের প্রথম স্যাটেলাইট "বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১" মহাকাশে উৎক্ষেপণের মাধ্যমে বাংলাদেশ তথ্যপ্রযুক্তি বিকাশের ক্ষেত্রেও পৌঁছে গেছে এক অনন্য উচ্চতায়।

সেদিনের কুচক্রী মহলের ষড়যন্ত্র আজো বাংলাদেশের এই অভূতপূর্ব উন্নয়নের মহাসড়কে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করতে পারে নাই। ঘাতকচক্র বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করলেও তাঁর স্বপ্ন ও আদর্শের মৃত্যু ঘটাতে পারেনি। আসুন, জাতীয় শোক দিবসে আমরা জাতির পিতাকে হারানোর শোককে শক্তিতে রূপান্তর করি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার কাজে নিজ নিজ অবস্থান থেকে নিজেদের নিয়োজিত করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন, এমপি